সংস্কার বিগত চিত্ত

-সুলেখা বড়ুয়া

সংস্কার মানে কোন বস্তুর উন্নতি সাধন কিংবা সংশোধন। এ সংস্কারের অগ্রে যদি কু–বসে তখন ঐ শব্দের অর্থ সম্পূর্ণরূপে রূপান্তরিত হয়ে ভিন্ন অর্থ ধারণ করে। সুতরাং কুসংস্কার অর্থ অন্ধ বিশ্বাস বা মিথ্যা উপাসনা। প্রশ্ন থেকে যায় কুসংস্কার মুক্ত কিভাবে হওয়া যায়।

আজ হতে ২৫৬১ বছরের ও ঘটনা। মানব ইতিহাসের এক পরম শুভ মুহূর্তে ক্ষণজন্মা এক অনুপম মানব সন্তানের জন্ম হয়। তিনি যৌবনের প্রারম্ভে মাতা-পিতা, স্ত্রী-পুত্র, রাজ ঐশ্বর্য ও রাজ্য সব কিছু হেলায় ত্যাগ করে, কঠোর সাধনার বলে লোকাতীত জ্ঞানলাভ করেন। তিনি পরমজ্ঞানী বা মহামানব 'বুদ্ধ' নামে জগতে বিদিত হলেন। তাঁর সাধনা লব্ধ জ্ঞান বা ধর্ম-বাণী তিনি মানব কল্যাণে প্রচার করে গেছেন। তাঁর প্রচারিত ধর্মমত 'বৌদ্ধধর্ম' নামে পরিচিত। এই ধর্ম আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ এবং অন্তেও কল্যাণ। যে ধর্ম কল্পনা কিংবা আলৌকিক ধারণার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই এবং মিথ্যা বা অন্ধবিশ্বাসের ও কোন স্থান নেই।

বর্তমান পেক্ষাপটে বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর দিকে অকালে দেখা যায়, যে ধর্মে কুসংস্কারের স্থান নেই। সেখানে তা সর্বত্র বিদ্যমান। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, গভীর সমুদ্রের তলদেশে নগণ্য ঝিনুকের মধ্যে যেমন বহুমূল্য মুক্ত ও মানিকের খবর একমাত্র ডুবুরিভাই ভাল জ্ঞাত। তবে, এ খবর যখন প্রচার হয় তখন ডুবুরিভাই সত্য ভাষণের সাথে প্রকাশিত হওয়ার সময় প্রকাশকের কিছু নিজস্ব সংযুক্তি থাকে যাতে বার্তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। এভাবে প্রচারের হার যত বৃদ্ধি পায়, সংযুক্তির হার ও বেড়ে যায়, পরিশেষে দেখা যায় সংযোগের হার প্রচন্ড বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ডুবুরির আসল তথ্য চাপা পড়ে যায়। বর্তমানে বৌদ্ধ সমাজে বুদ্ধের প্রকৃত ধর্মের অবস্থান ও অনুরূপ। যার ফলে বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই অন্ধকারের দিকে ধাবিত হচ্ছে।

সম্প্রতি নয়, বহুদিন থেকেই একশ্রেণীর সুবিধাবাদীরা যার যেভাবে লাভ সৎকার হয় সেভাবেই ধর্ম প্রচার করে যাচ্ছে এবং তার সাথে সাথে হুজুগে অনুগামিগণ সেই অন্ধ বিশ্বাসের বেড়াজালে পারে, সময় এবং অর্থ দুটোই অপব্যয় করে চলেছে। মার্গ ফল লাভের তো দূরের কথা, বরং পূণ্য ধর্ম থেকে পাপধর্মে সমৃদ্ধ হচ্ছে। দাতা এবং গ্রহিতার মধ্যে কারো সম্যক জ্ঞানের চিহ্ন মাত্র দেখা যায় না।

কার্যত বুদ্ধের ধর্ম সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞানী না হলে যেমন অন্যজনকে জ্ঞান দিতে পারে না, তেমনি বুদ্ধের ধর্ম জ্ঞানে জ্ঞানী কল্যাণমিত্র না পেলে ও নিজ জ্ঞানের পরিধি বিবিধ বিকশিত করা যায় না। তদনুসারে নিজেকে দুঃখ থেকে মুক্ত করে নির্বাণ লাভ করতে চাইলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন এক উপযুক্ত কল্যাণমিত্রে (বিদর্শনাচার্য), এবং যিনি সম্যক জ্ঞানচর্চায় নিজেকে উন্নীত করতে মানব জীবন ধন্য করেছে। সেই যথার্থ আচায্যের ভাবনাকারীরা ও সাধক নিদের্শনায় চর্চার মাধ্যমে মুক্তির পথ খুঁজে নিতে পারে যদি শুদ্ধ ভাবে অনুশীলন চালিয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে বিদর্শন ভাবনা চর্চা অব্যাহত থাকলে প্রত্যেক মানুষের মনের বিশ্বাস ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়ে মনে সম্যক চেতনার সৃষ্টির হয়।

মানুষ ধর্ম খোঁজে বিভিন্ন জায়গা (মন্দির প্যাগোডা জাদী ইত্যাদি) কিন্তু ধর্ম আছে আসলে নিজের দেহের ভেতর। একমাত্র বিদর্শন ভাবনা চর্চার মাধ্যমে সঠিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধান করলে বোধগম্য হওয়া যায়।

নিদর্শন স্বরূপ বলা যায় সিদ্ধার্থ যখন আসবক্ষয় জ্ঞান লাভ করে জগতপূজ্য বুদ্ধ বা শ্রেষ্ঠজ্ঞানী হয়ে ছিলেন তখন তাঁর অর্ন্তনিহিত প্রবল আনন্দোচ্ছ্বাসে স্বতঃ উৎসারিত উদান গানে মন্দ্রিত হয়েছিল সেই সুনিজন বনভূমি-

জন্ম জন্মান্তর পথে ঘুরিয়াছি পাইনি সন্ধান,
সে কোথা লুকিয়ে আছেন এ গৃহ যে করছে নির্মাণ
পুনঃ পুনঃ দুঃখ পেয়ে দেখা তব পেয়েছি এবার,
হে গৃহ কারক! গৃহ (শরীর) রচিতে পারিবে না আর,
ভেঙ্গেছি তোমার স্তম্ভ, চুড়মার গৃহ ভিত্তিচয়,
সংস্কার বিগত চিত্ত, তৃষ্ণার আজি পেয়েছে ক্ষয়।

স্বয়ং তথাগত বুদ্ধ এই অর্থ অষ্টাঙ্গিক মার্গ পথ অনুশীলনের মাধ্যমে বিদর্শন ভাবনায় রত থেকে এহেন মুক্তির পথ আবিষ্কার করেছেন। নিজের দেহের সাহায্যেই, তাই দুর্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ সু-দুর্লভ। কারণ নিজেকে দুঃখ থেকে মুক্তি করার জন্য প্রতিটি মানুষের শরীরটাই বেশী প্রয়োজন। বিদর্শন ভাবনা সহজ নয়, তবে অসাধ্য ও নয়। শরীরের শক্তি থাকতে শুরু করতে পারলে ফলাফল আশাব্যঞ্জক হবেই।

সুতরাং শুধুমাত্র ধর্মীয় আলোচনা তথা গ্রন্থ পড়ে মানুষ কোনদিন পুরোপুরি কুসংস্কার মুক্ত হতে পারে না। বিদর্শন ভাবনা এমন একটি পদ্ধতি, যা অনুশীলন করলে মানবের অন্তদৃষ্টির উৎকর্ষ সাধনা করে, সম্যক জ্ঞান অন্বেষনের মাধ্যমে প্রজ্ঞাবান হওয়ার একটা দারুণ চাবিকাটি স্বরূপ। প্রগতিশীল ভাবনা চর্চার মাধ্যমে সম্যক দৃষ্টির বিকাশ ঘটিয়ে চিত্তকে শান্ত সমাহিত তথা কুসংস্কার মুক্ত করা যায় চিত্ত হয়ে ওঠে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিশুদ্ধ।

জগতের সকল প্রাণী দুঃখ থেকেমুক্তি লাভ করুক
চক্রবাল বাসী সুখী হোক।

লেখক: লন্ডন প্রবাসী।

লেখকগণ যে সমস্ত প্রবন্ধ প্রদান করেন তা বিবর্তন হুবহু প্রকাশ করে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজনে সংক্ষেপ করা হয়। তাই কোন প্রকার বিতর্কিত লেখার জন্য বিবর্তন পরিবার দায়ী নয়।
-সম্পাদক, বিবর্তন